## এয়োদশ দার্স

## الدرس الثالث عشر

### নবী করীম-ﷺ-এর সৃষ্টিগত গুণঃ

### صفة النبي-ﷺ-الخَلْقية

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মাঝারি গোছের মানুষ ছিলেন। খুব লম্বাও না, অতি খাটোও না। উভয় কাঁধের প্রশস্ততার, সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গঠনের এবং উন্মুক্ত বক্ষের অধিকারী ছিলেন। মানুষের মধ্যে সব চেয়ে সুদর্শন ছিলেন। তাঁর লাল-সাদা মিশ্রিত গোলাকার মুখমন্ডল ছিলো। সুরমা বরণ চোখ, পাতলা নাক, সুন্দর মুখাকৃতি এবং ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি বড়ই সুন্দর সৌরভ এবং নরম ও নাজুক ছিলেন। আনাস ইবনে মালিক-رضي الله عنه-বলেন, 'আমি মেশ্‌ক আম্বর (কস্তুরী) ও এমন কোন সুগন্ধি শোঁখি নি, যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর চেয়ে অধিক সুগন্ধময় এবং আমার হাত এমন কোন জিনিস স্পর্শ করে নি, যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর হাতের চেয়েও অধিক কোমল।' তিনি ছিলেন হাসিমুখো। স্নিগ্ধ হাসির, সুন্দর স্বরের এবং মিতভাষিতার অধিকারী ছিলেন। আনাস ইবনে মালিক-رضي الله عنه-তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি মানুষের মধ্যে সব থেকে সুন্দর, সব চেয়ে দানশীল এবং সর্বাপেক্ষা নির্ভীক বীর ও সাহসী ছিলেন।'

**তাঁর চরিত্রঃ** তিনি সর্বাপেক্ষা নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। আলী ইবনে আবূ তালিব বলেন, যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হতো, এক দল অন্য দলের মুখোমুখি যুদ্ধ করতো, আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে আড়াল হিসাবে রাখতাম।তিনি সর্বাপেক্ষা দানবীর ছিলেন। কখনো কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি না করেন নি। তিনি সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল ছিলেন। নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ নেন নি এবং নিজের স্বার্থের জন্য কখনো রাগান্বিত হোন নি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর কোন বিধান লংঘন করা হলে আল্লাহর নিমিত্তেই প্রতিশোধ নিয়েছেন। অধিকারের ব্যাপারে তাঁর নিকটে আত্মীয় অনাত্মীয়, দুর্বল, সবল সবাই সমান ছিলো। তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, তাকওয়া ছাড়া আল্লাহর কাছে কেউ কারো চাইতে শ্রেয় নয়। সব মানুষ সমান ও একরূপ। পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে শাস্তি দিতো। তিনি বললেন, **"আল্লাহর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ চুরি করে, তবে আমি তাঁরও হাত কর্তন করবো।"** তিনি কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেন নি। রুচি সম্মত হলে আহার করতেন। অন্যথায় বর্জন করতেন। কখনো মুহাম্মাদের পরিবারের উপর এমনও সময় আসতো যে, এক মাস দু'মাস পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতে আগুন জ্বলতো না।তিনি ও তাঁর পরিবার শুধু খেজুর ও পানি আহার করেছেন। ক্ষুধার তীব্র জ্বালা প্রশমিত করার জন্য মাঝে মাঝে উদর মুবারকে প্রস্তর বেঁধে রাখতেন। তিনি জুতা সিলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। গৃহকর্মে তাঁর পরিবারবর্গের সহযোগিতা করতেন। অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন। তিনি অতি নম্র ছিলেন। ধনী-গরীব, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত সবার দাওয়াত গ্রহণ করতেন। তিনি ভালবাসতেন গরীব মিসকীনকে প্রচুর। তাদের জানাযায় হাজির হতেন। পিড়ীত লোকদের দেখতে যেতেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দারিদ্র্যের জন্য ঘৃণা করতেন না। কোন রাজা বা শাসককে তার রাজত্ব ও যশ-ঐশ্বর্যের কারণে ভয় করতেন না। তিনি ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন। তিনি সব চাইতে বেশী স্নিগ্ধ হাসতেন। সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ছিলেন। অথচ দুঃখ বিপদ অনবরত তাঁর উপর আসতে থাকতো। সুগন্ধ ভাল বাসতেন। দুর্গন্ধ ঘৃণা করতেন। আল্লাহ পাক চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সুন্দর কর্মের অনুপম সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এমন জ্ঞান দান করেছিলেন যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্য কাউকে দান করা হয়নি। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। জানতেন না লেখা-পড়া। মানুষের মধ্যে কেউ তাঁর শিক্ষক ছিলো না। আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আসেন মহা গ্রন্থ আল কুরআন, যার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন, **"বলো, যদি মানুষ ও জ্বীন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না"।** (সূরা ইসরাঃ ৮৮) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিরক্ষর হওয়াটাই হলো মিথ্যা অপবাদকারীদের সব অহেতুক প্রলাপের অকাট্য, অপ্রতিরোধ্য ও অখন্ডনীয় উত্তর। যাতে একথা বলতে না পারে যে, তিনি স্বহস্তে লিখেছেন অথবা অন্যের কাছে শিখেছেন বা পূর্বের কোন সূত্র থেকে পাঠ করে সংগ্রহ করেছেন।